প্রথম আলো

শনিবার, ২৩ নভেম্বর ২০১৯, ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৬

কলার ‘ব্যাগিং’ পদ্ধতি জনপ্রিয় হচ্ছে শ্রীপুরে

প্রতিনিধি, *শ্রীপুর, গাজীপুর*

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় কৃষকের মধ্যে কলা উৎপাদনে ‘ব্যাগিং’ পদ্ধতি জনপ্রিয় হচ্ছে। উপজেলার গোসিংগা ইউনিয়নের পেলাইদ গ্রামের কয়েকজন কৃষক এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সফলতা পেয়েছেন। এ পদ্ধতি ব্যবহার করায় কলার ভালো রং পাওয়ার পাশাপাশি তা থাকছে পোকামাকড়ের আক্রমণমুক্ত। ফলে দামও বেশি পাচ্ছেন কৃষক।

গত বৃহস্পতিবার ওই গ্রামের কৃষক খবির উদ্দিনের কলাবাগানে গিয়ে দেখা গেছে, মোচা থেকে সদ্য বের হওয়া ছড়িগুলো বিশেষ ধরনের পলিব্যাগে মোড়ানো। বাগানের প্রতিটি কলাগাছে এ পলিব্যাগ ঝুলতে দেখা যায়। গাছ থেকে বের হওয়া ছড়ির কলাগুলোর গায়ের রং গাঢ় সবুজ। এসব কলার গায়ে কোনো দাগ নেই। পলিব্যাগ থাকায় কলাগুলো প্রায় সব ধরনের পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে মুক্ত। এ প্রযুক্তিতে উৎপাদিত কলার বাজারমূল্য বেশি।

খবির উদ্দিন বলেন, দুই বছর ধরে তিনি তাঁর কলাখেতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। শ্রীপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে পরামর্শ নিয়ে বাজার থেকে বিশেষ ধরনের পলিব্যাগ কিনে আনেন তিনি। সদ্য বের হওয়া কলার ছড়িতে এই পলিব্যাগ ব্যবহারের পদ্ধতি তিনি শিখে নিয়েছেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার কাছ থেকে। কৃষকেরা বলেন, এই ব্যাগ সহজপ্রাপ্য। এটি ব্যবহারের কারণে কলায় পোকামাকড় আক্রমণ করতে পারে না। ফলে বাজারের অন্যান্য কলার চেয়ে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত কলার দাম বেশি পাওয়া যায়। তাঁর কলাবাগানে এ প্রযুক্তি দেখে আশপাশের অনেক কলাচাষি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তাঁরাও উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন নতুন এ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য। তিনি বলেন, কলায় বিভিন্ন ধরনের পোকা আক্রমণ করে। পোকার আক্রমণের কারণে কলার গায়ে কালো দাগ পড়ে যায়। এ ছাড়া মোচা থেকে সদ্য বের হওয়া ছোট ছোট কলার গায়ের ওপর দিয়ে বিটল পোকা হেঁটে যাওয়ার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়।

একই গ্রামের কৃষক জসিম উদ্দিন বলেন, তিনি তাঁর তিন বিঘা জমিতে কলাবাগান করেছেন। খবির উদ্দিনের বাগানে ব্যবহৃত ব্যাগিং পদ্ধতি দেখে তিনি নিজেও তাঁর বাগানে এটি ব্যবহার করতে চাইছেন। সে জন্য তিনি উপজেলা কৃষি কার্যালয়ে যোগাযোগ করেছেন।

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার পেলাইদ গ্রামের খবির উদ্দিনের বাগানে ব্যাগিং পদ্ধতির ব্যবহার। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে।
ছবি : প্রথম আলো

শ্রীপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এ এস এম মুয়ীদুল হাসান জানান, বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের কৃষক পর্যায়ে কলার ব্যাগিং প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। এটি উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সফল হয়েছেন কৃষক। এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত কলা দাগমুক্ত থাকায় বাজারমূল্য ভালো পাওয়া যায়। কলা উৎপাদনে এ প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। অনেকেই এখন আগ্রহী হচ্ছেন।